দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে চাই

ছবি : সংগ্রহ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্য

ক্যাম্পাস

এস এম আল-আমিন

দুর্জয় তারুণ্য দুর্নীতি রুখবেই! এই তারুণ্য জানে কীভাবে সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সম্ভাবনাময়ী সোনালি সোপানে। সমাজের যাবতীয় পরিবর্তন আনতে তরুণরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের লালিত সম্মান আর শ্রদ্ধাকে বুকে ধারণ করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইয়েসের কার্যক্রম শুরু হয়। তরুণদের এই ব্যতিক্রমী প্লাটফর্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রশংসার দাবিদার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েস গ্রুপ আয়োজন করে মাতৃভাষা দিবস উদযাপন। কর্মজীবনে দায়িত্ব পালনে দুর্নীতি না করার শপথ নেন ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শপথ নেন সব শিক্ষক-শিক্ষার্থী। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে এ শপথের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট গ্রুপ।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এতে সহযোগিতা করে। তাদের আয়োজনের স্লোগান ছিল 'দুর্নীতি একুশের চেতনার পরিপন্থী'। অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, উপাচার্য অধ্যাপক আহমেদ শফি, সহ-উপাচার্য অধ্যাপক এম সেকান্দার হায়াত প্রমুখ। মাতৃভাষা দিবসে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু দিনপঞ্জির একটি জ্বলজ্বলে লাল তারিখ নয়, একুশ বাঙালির কাছে এক খাপ খোলা তলোয়ার। একুশের পথ বেয়ে বাঙালি বারবার দিয়েছে শৈর্য-বীর্যের পরিচয়।

৬৬-এর ছয় দফার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বাঙালির ভূমিধস বিজয় এবং একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ– সবই এসেছে একুশের পথ বেয়ে। স্বাধীনতা অর্জনের পরেও যে কোনো অন্যায়, অবিচার আর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দুর্বার বাঙালির জেগে উঠতে একুশই ছিল সদা ভ্যানগার্ড। শিক্ষার্থী মুশফিক মুকিত বলেন, '৫২-এর শহীদদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পালিত হচ্ছে এই দিবসটি। সেই জন্য আমরা নিজেদের গর্বিত মনে করি।

এ ছাড়া তরুণদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। একুশের কবিতা পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ভয়াবহ রানা প্লাজার ট্র্যাজিক ঘটনা নিয়ে রম্য নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। সাংস্কৃতিক এই অনুষ্ঠানে জাকারিয়া, শ্যামা, শৈলী, নাসিফা, তাসপি, জেবা, রাতুল, বৃষ্টি, মৌসুমি, মৃগাঙ্ক, মেহেদি সুবীর, গালিব, মীম, শাম্মাসহ অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থী শাম্মী বলেন, 'বেশ ভালো লাগছে, কারণ দুর্নীতিকে সবসময় ঘৃণা করতাম। ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিতে সেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেবার শপথ গ্রহণ করলাম আমরা সকল শিক্ষার্থীরা মিশে।' অপর শিক্ষার্থী রাফিদ বলেন, 'একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ৬৬ এর ৬ দফা, গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সময় এসেছে আজ এই একুশের চেতনাকে ধারণ করেই দুর্নীতিকে রুখে দাঁড়াবার।' ■